কেমন হবে মুমিন নারীর

পোশাক ও পর্দা

মুফতি শাব্বীর আহমদ
সিনিয়র মুহাদ্দিসঃ জামিয়া শায়খ যাকারিয়্যা ঢাকা
কাঁচকুড়া, উত্তরখান ঢাকা-১২৩০

দারুল ফুরকান
DARUL **FURKAN**

কেমন হবে মুমিন নারীর
পোশাক ও পর্দা

সংকলন
মুফতি শাব্বীর আহমদ

সম্পাদনায়
মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

প্রকাশনায়
দারুল ফুরকান
৩৪নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৬১৩-২৩১৪০০, ০১৮৮৬-৬৪২০৫৯

পরিবেশনায়
যিকরুল্লাহ পাবলিকেশন্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
শাবান : ১৪৪৬ হিজরী
ফাল্গুন : ১৪৩১ বাংলা

প্রচ্ছদ
সাঈফ আশরাফ

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য ৩৬০৳ (তিনশত ষাট) টাকা মাত্র

“হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা আল-আহযাব: ৫৯)।

আধ্যাত্মিক জগতের অবিসংবাদিত রাহবার, দেশ বরেণ্য আলিমে দীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক, লেখক-গবেষক, পীরে কামেল শায়খুল হাদিস **আল্লামা ড. মুশতাক আহমদ**-এর

দুআ ও বাণী

কুরআন ও হাদিসে নারীর পোশাক, চাল-চলন, আচার-আচরণ, অঙ্গভঙ্গী যেন শালীন ও মার্জিত হয়, অশালীন ও উগ্র না হয় সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, অশালীন পোশাক ও উগ্র চলাফেরা পুরুষকে অন্যায়ের প্রতি প্রলুব্ধ করে এবং নারীকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। উভয়ের ধ্বংস ডেকে আনে। আর শালীন ও মার্জিত পোশাক ও চাল চলনের শরয়ী রূপই হলো পর্দা। পর্দা করা ফরয। এটি যেমন মহিলাদের জন্য ফরয, তেমনি পুরুষদের জন্যও ফরয। কোনো মহিলা কোনো বেগানা পুরুষের সঙ্গে দেখা দেওয়া, নিজ আবরণ প্রদর্শন করা কিংবা কোনো পুরুষ স্বেচ্ছায় কোনো বেগানা নারীকে দেখা কিংবা নারী-পুরুষ কেউ কারো সতর স্বেচ্ছায় দেখা কিংবা দেখানো সবই নিষেধ, হারাম ও আল্লাহর লানতের কারণ। পর্দাহীনতা অসংখ্য পাপের জননী। আল্লাহ জাল্লা শানুহু সব নারী পুরুষকে আল্লাহর বিধান মত জীবন বানানোর তাওফিক দান করুন।

হাফেজ মাওলানা শাব্বীর আহমদ আমার স্নেহাস্পদ ভাতিজা; মুসলিম নারীদের পোশাক ও পর্দা বিষয়ে সুন্দর একটি পুস্তক রচনা করেছে। পুস্তকটি আমি আদ্যোপান্ত পড়লাম। ভাল লেগেছে। খুব ভাল লেগেছে। আল্লাহ কবুল ফরমান। আমি তার হিম্মতকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুতে হবে আরো দূর, অনেক দূর; ঐ আকাশের সীমানায়। পরবর্তী বংশধর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিস্তারের কাজ করবে, বিশ্বময় দীন প্রচারের অভিযাত্রায় ক্লান্তিহীন সাধনায় মগ্ন থাকবে এই তো অধমের আকাঙ্খা।

দয়াময় মেহেরবান মাওলা! কবুল করে নাও। তোমার রাহে কোম্বা কবীলা নিয়ে খাদিম হয়ে থাকতে তাওফীক দাও। 'কারীম ইবনুল কারীম ইবনুল কারীম' সিলসিলা পুরুষানুক্রমিক ভাবে কায়েম করে দাও। কোনো কিছুই তো তোমার অসাধ্য নেই। গুনাহ খাতা মাফ করে দাও। আমীন।

অধম

ড. মুশতাক আহমদ

লেখকের কথা

যাবতীয় সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

ইসলাম নারী জাতিকে অনন্য উচ্চতায় সম্মানিত করেছে। তাদেরকে আরও মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত ও মহামূল্যবান বানাতে পর্দার হুকুম দিয়েছে। কারণ যে জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়, তা দেখার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। যা পাওয়া কষ্টসাধ্য, তা পাওয়ার জন্য আগ্রহের সৃষ্টি হয়। যে জিনিস যত মূল্যবান, তা ততবেশী হেফাজত করা হয়। স্বর্ণ, হীরা, মনি মুক্তা অতি হেফাজতে আলমারী বা সিন্দুকে আটকে রাখা হয়। তেমনি নারী জাতিকে হেফাজতে, পর্দায় রাখা তাকে মূল্যবান বানানোর জন্য তার সম্মান বৃদ্ধির জন্য, তার স্বাধীনতা হরণ করার জন্য নয়। যেমন প্রেসিডেন্টকে মিলিটারি বেষ্টন দিয়ে নিরাপত্তায় রাখা তার স্বাধীনতা হরণ করা নয়, বরং সে ব্যবস্থা তার মূল্যবান বা সম্মানিত হবার জন্যই। নারীকে যতটা আকর্ষণীয়ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, পুরুষকে তুলনামূলক ততটা আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করা হয়নি। নারী যদি তার রূপ যৌবনের সঠিক মূল্যায়ন করে এবং তার হেফাজতের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহলে এই নারী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদের রূপান্তরিত হয়। তার দেহ, যৌবন, তার আকর্ষণীয় মুখমন্ডল, কেশ, চক্ষু, মোহনীয় কণ্ঠ, নারীর শরীরের আকর্ষণীয় বিশেষ গঠন ইত্যাদি কামুক, অবৈধ, অবাঞ্ছিত লালসা ও কুদৃষ্টি হতে রক্ষা করতে হবে। এ রক্ষা তার নারীত্বের হেফাজত, ইজ্জতের হেফাজত এবং তার প্রাণের হেফাজতের জন্যও বটে। ইসলামের ভাষায় একেই পর্দা বলে। এই পর্দা নারীর মর্যাদার স্বার্থে, নারীকে মহিমান্বিত করার স্বার্থে এবং সংসারে তাকে গৌরবান্বিত করার স্বার্থে।

ইসলাম নারীকে যে অধিকার মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করেছে, তা পৃথিবীর শত সহস্র বছরের ইতিহাসে কোনো ধর্ম, কোনো মতবাদ দেয়নি। এই কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এরপরেও আজ ধর্মদ্রোহী কথিত প্রগতিবাদীরা নারীদেরকে দুনিয়ার রং বেরঙের ধাঁধা দেখিয়ে ইসলামের এই সুশীতল ছায়া থেকে সরিয়ে দিতে চায়। এবং প্রগতিবাদীরা তাদের মিশনে সাকসেসফুলও হয়েছে। আজ মুসলিম নারী স্বাধীনতার নামে অধিকারের নামে ভোগবাদীদের ধোকায় পড়ে নিজেকে উচ্চ আসন থেকে নামিয়ে শেয়ালের ভোগ্যপণ্যে পরিণত করেছে। নারী আজ মুক্ত স্বাধীন। নারী আজ ভুলে গেছে কে নারীর আপন আর কে নারীর পর। তাই পৃথিবীব্যাপী নারী আজ নিগ্রহের শিকার। নারীকে বুঝতে হবে ভাবতে হবে, এটা স্বাধীনতা নয় বরং পরাধীনতা ও অসম্মানের জিন্দেগি। ভোগবাদীদের ধোকা ও প্রবঞ্চনা থেকে বাঁচতে হবে। আপন পর চিনতে হবে। এই অশান্ত পৃথিবীর পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে হবে সুশান্তির সুশীতল সমীরণ। আল্লাহ তাআলা বোঝার তাওফিক দান করুন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি **দারুল ফুরকান** এর সত্ত্বাধিকারী আমার মিতা মাওলানা শাব্বির আহমদ ভাইয়ের। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন।

শাব্বীর আহমদ
১০ জানুয়ারি ২০২৫
১০ রজব ১৪৪৬
সন্ধ্যা ৭.৫৫
কাঁচকুরা, উত্তরখান, ঢাকা

সম্পাদকীয়

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে। মুসলিম নারীর পোশাক ও পর্দা এই জীবনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, যা শুধুমাত্র বাহ্যিক রূপের সীমারেখায় আবদ্ধ নয়; বরং এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে নৈতিকতা, শালীনতা, এবং ব্যক্তিগত মর্যাদার এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি।

ইসলামে পোশাক ও পর্দা নারীর মর্যাদা, আত্মসম্মান, এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রতীক।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-আহযাব: ৫৯)।

এই নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য হলো নারীর সুরক্ষা এবং তার আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি।

ইসলামী পর্দা কোনো প্রকার সামাজিক নিপীড়নের প্রতীক নয়; বরং এটি নারীকে তার আত্মমর্যাদা রক্ষা এবং নিরাপদ পরিবেশে স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ প্রদান করে। এটি নারীদের জন্য এমন একটি সুরক্ষাবলয় তৈরি করে, যা তাদের যোগ্যতা, মেধা, এবং নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়ক।

আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে পর্দা অনেক সময় ভুলভাবে পশ্চাৎপদতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়। তবে বাস্তবতা হলো, পর্দা নারীর স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা তাদের বাহ্যিক রূপের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ গুণাবলীকে গুরুত্ব দেয়। এটি নারীকে তার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং নৈতিক দৃঢ়তার মাধ্যমে নিজের পরিচয় গড়ে তোলার সুযোগ দেয়।

মুসলিম নারীর পোশাকের মূল বৈশিষ্ট্য হলো শালীনতা, পরিমিতিবোধ, এবং অহঙ্কারমুক্ত প্রকাশভঙ্গি। এটি কেবল সুরক্ষার প্রতীক নয়; বরং নারীর আত্মবিশ্বাস, নৈতিক দৃঢ়তা, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিফলন। মুসলিম নারীর পোশাক ও পর্দা কোনো নির্দিষ্ট ভূগোল বা সংস্কৃতির গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়; বরং এটি এক সর্বজনীন নৈতিক দর্শনের প্রতিচ্ছবি।

অতএব, মুসলিম নারীর পোশাক ও পর্দা কেবলমাত্র ইসলামী ঐতিহ্যের অংশ নয়; এটি একটি আধ্যাত্মিক, নৈতিক, এবং সামাজিক শিক্ষা, যা নারীদের সুরক্ষা, মর্যাদা, এবং স্বাধীনতার সাথে গভীরভাবে জড়িত। এটি এক সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ, যা সব সমাজেই প্রযোজ্য এবং প্রাসঙ্গিক।

মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

উৎসর্গ

আমার জীবন সঙ্গিনী **'উম্মে মুআয'** কে। কল্যাণ, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি এবং প্রশান্তি, তোমাকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকুক আজীবন।

'সবাই দেয় সোনা গয়না
আমি দিলাম বই'

সূচিপত্র

হিজাব বা পর্দা পরিচিতি ---------- ১৫
পর্দার উদ্দেশ্য ---------- ১৬
ইসলামে পর্দার বিধান ---------- ১৭
কুরআনুল কারীমে পর্দার বিধান ---------- ১৮
হাদিস শরীফে পর্দার বিধান ---------- ২৬
চেহারা পর্দার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ---------- ৩১
চার মাযহাবের ঐকমত্যেও নারীর চেহারা ঢেকে রাখা ফরয --- ৩৭
জবাব দেবেন কী? ---------- ৪০
যাদের সাথে পর্দা নেই ---------- ৪২
ঘরে বাহিরে পর্দা ---------- ৪৪
গৃহে অবস্থানকালীন পর্দা ---------- ৪৪
বাহিরে গমনকালীন পর্দা ---------- ৪৬
সুগন্ধি ব্যবহার করে বাহিরে বের হওয়া ---------- ৪৭
স্বামীর জন্য সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার ---------- ৪৯
পর্দা শুধু বস্ত্রাবৃত হওয়ার নাম নয় ---------- ৫০
পর্দাহীনতা ও ফ্রি মিক্সিং এর ভয়াবহতা ---------- ৫১
পরপুরুষের সাথে মোহনীয় কণ্ঠ পরিহার ---------- ৫৪
সৌন্দর্য প্রদর্শনের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা ---------- ৫৫
সুন্দরী প্রতিযোগিতা নারীত্বের কবর রচনা ---------- ৬০
পর্দা আভিজাত্য ও মর্যাদার প্রতিক ---------- ৬২
পর্দা শালীনতার প্রতীক ---------- ৬৬
টাইট ফিটিং বোরকা বা হিজাব ফ্যাশন ---------- ৬৭
ভেজা কাপড় উম্মুক্ত শুকাতে দেওয়া ---------- ৬৯
দেশে দেশে হিজাব ফোবিয়া ---------- ৭২
নারীবাদীদের অবস্থান ---------- ৭৬
পশ্চিমা নারীদের বিষাক্ত জীবন ---------- ৭৮
পর্দা কী প্রগতির প্রতিবন্ধক ---------- ৮১
দাইয়ুসের পরিচিত ও পরিণতি ---------- ৯০

দ্বিতীয় অধ্যায়

পোশাকের ইসলামী নীতিমালা---------- ৯৫
পোশাকের নীতিমালা---------- ৯৯
নারীর পোশাকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ----------১১২
নারীদের জন্য শাড়ি পরা----------১১৩
নারীদের জন্য শার্ট-প্যান্ট, টিশার্ট পরা----------১১৫
আত্মমর্যাদা পরিপন্থী পোশাক ----------১১৭
সন্তানকে শালীন পোশাকে অভ্যস্ত করানো ----------১১৮
ঘরের পোশাক ----------১২১
নারীর নামাজের পোশাক ----------১২১
ঘরের বাহিরের পোশাক ----------১২৩
সমস্যা পোশাকে না দৃষ্টিতে ----------১২৩
নারীর নিরাপত্তা আল্লাহর আইনেই ----------১২৯
ফ্যাশন পূজা কী?----------১৩২
ফ্যাশন কিভাবে বদলে যায়----------১৩৩
ফ্যাশন পূজার ক্ষতি----------১৩৫
আধুনিকতার নামে আদিম যুগে ফিরে যাওয়া ----------১৩৬
একটি ধোঁকার মন্ত্র----------১৪২
প্রতিবেদনটি হুবহু তুলে ধরছি ----------১৪৪
ইসলাম পূর্ব যুগে নারী----------১৪৯
ভারত উপমহাদেশে নারীর অবস্থান ----------১৫০
কথিত 'সভ্য' দুনিয়ার নারীর ইতিহাস----------১৫১
ইসলাম ধর্মে নারী ----------১৫৩
মা হিসেবে নারী----------১৫৫
স্ত্রী হিসেবে নারী----------১৫৬
কন্যা বা বোন হিসেবে নারী----------১৫৮

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

‘তোমরা (গায়রে মাহরাম) নারীদের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকো। এক আনসারী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! দেবর সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, দেবর তো মৃত্যু সমতুল্য।’